সমকাল

তারিখ 16 JAN 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘেরাও করবে বিভিন্ন সংগঠন

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘেরাও করে আগামী ৩১ জানুয়ারি স্মারকলিপি দেবে প্রগতিশীল সংগঠনগুলো। একইদিন দেশের প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে সহজপাঠের নামে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বৈষম্যমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত, উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর দাবি মেনে নিয়ে পাঠ্যপুস্তক থেকে অমুসলিম ও প্রগতিশীল লেখকদের লেখা বাদসহ ভুলে ভরা পাঠ্যবই প্রত্যাহার এবং এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এ কর্মসূচি পালন করা হবে। এ ছাড়া আজ থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িকীকরণ ও বিকৃতি সংশোধনের দাবি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলনে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় করা হবে। আয়োজন করা হবে পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা, জনমত গঠন ও বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক সমাবেশের।

গতকাল রোববার রাজধানীর মতিঝিলের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সামনে আয়োজিত বিক্ষুব্ধ অবস্থান-সমাবেশ থেকে এসব কর্মসূচি ঘোষণা করে প্রগতিশীল গণসংগঠনগুলো। যুব ইউনিয়ন নেতা হাফিজ আদনান রিয়াদের সঞ্চালনায় ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৮

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি ড. সফিউদ্দিন আহমদ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সরকার সাধারণ ও প্রগতিশীল মানুষের দাবি উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ভোটের সমীকরণ মাথায় রেখে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর দাবি মেনে নিয়ে পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বৈষম্যমূলক সব উপাদান যুক্ত করেছে। এভাবে শিশুমনেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এএন রাশেদা, হকার্স ইউনিয়নের উপদেষ্টা সেকেন্দার হায়াৎ, আদিবাসী যুব পরিষদের সভাপতি হরেন্দ্রনাথ সিং, সাবেক যুবনেতা কাফি রতন, গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক জীবনানন্দ জয়ন্ত প্রমুখ।